গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

রাজ্যে দ্রুত আইন চালুর দাবিতে পথ হাঁটলেন প্রতিবন্ধী মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর– রাজ্য সরকারের কাছে ন্যায্য ও আইনসঙ্গত দাবি চেয়ে সোচ্চার হয়ে পথে নামলেন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা। ধর্মতলা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার– এই পথ এক কঠিন লড়াইয়ের ক্ষেত্র। তার থেকেও দৃপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের মনোবল। প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন আইন কেন চালু হলো না এ রাজ্যে, কেনই বা তাঁদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন না, দাবি দাওয়া শোনেন না এসবের জবাব চাইল মথুরাপুরের ৬বছরের টুকটুকি মোল্লা, পার্কসার্কাসের ৮বছরের শেখ মুজাবুদ্দিন থেকে ঝাড়গ্রামের বছর পঞ্চান্নর আদিবাসী প্রতিবন্ধী মানুষ রবীন্দ্র মাহাতো সকলেই।

মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখের চাহনি বুঝিয়ে দিল সেই কঠিন সংকল্পের কথা। ধর্মতলা থেকে শুরু হয়ে লেনিন সরণির গোটা পথ এদিন ঢেকে গিয়েছিল হলুদ পতাকায়। ধামসা মাদলের বাজনার ফাঁকে ফাঁকে মিছিলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত উঠেছে স্লোগান। ধর্মতলায় সমাবেশের পর নবান্নের কাছে জবাব চাইতে

সোমবার রানি রাসমণি রোডে প্রতিবন্ধী সম্মেলনের সমাবেশ মঞ্চে কান্তি গাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী, মন্দাক্রান্তা সেন প্রমুখ।

না মমতা ব্যানার্জির সরকার। জবাব চাইতে সকাল দশটার অনেক আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবন্ধী মানুষ এদিন এসে পৌঁছান ধর্মতলার সমাবেশে। অসংখ্য প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে তাঁদের বাবা মায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রানি

প্রয়োগ নেই। কিছুই মানছে না রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী দেখাই করেন না, কথা শোনা তো দূরের কথা। অথচ আগামী ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে তা চালু হওয়ার কথা। যদি এর মধ্যে এরাজ্যে নতুন আইনটি বলবৎ না হয়, তাহলে আগামী মার্চ মাসে জেলায় জেলায় আইন অমান্য ও তীব্র আন্দোলন হবে।

বাস্তবতা রয়েছে। এই আইন চালু হলে প্রতিবন্ধী মানুষের সুবিধা হবে। তাঁরা পড়াশোনা এবং খেলাধুলায় ভালো ফলও করেন। তাঁদের আরও বেশি করে সুযোগ দিতে হবে। ওয়াসিম কাপুর বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু আজ অবধি এই মানুষের জন্য কেউ

সোমবারেই তাঁরা গিয়েছেন প্রতিবন্ধী কমিশনারের দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে। সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ রুখে দিয়েছে অধিকার থেকে বঞ্চিত ও অসহায় মানুষগুলিকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি ও বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী ছিলেন সমাবেশ ও মিছিলে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই রাজ্যের কয়েক লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ বড় অসহায়। এরপরেও সরকারের টনক না নড়লে মার্চ মাসে আইন অমান্য হবে, অচল হবে পরবর্তী বিধানসভা।

সোমবার ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর ঘোষিত কর্মসূচি ছিল ধর্মতলায় সমাবেশ ও রাজ্য সরকারকে ডেপুটেশন। দাবি, সমস্ত অন্যায় অবিচারের জবাব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। নতুন আইন মানা তো দূরের কথা, এমন কি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সব প্রতিবন্ধীদেরকে দিতে হবে বি পি এল কার্ড। তাও মানছে রাসমণি রোডে শুরু হয় সমাবেশ। কান্তি গাঙ্গুলি ও সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান, প্রতিবন্ধী মানুষের আন্দোলনের নেতা মুরলীধরণ, চিত্রশিল্পী ওয়াসিম কাপুর, অধ্যাপিকা ইশিতা মুখার্জি, অনির্বাণ মুখার্জি প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মন্দাক্রান্তা সেন। সমবেশে সভাপতিত্ব করেন শৈলেন চৌধুরি।

গত ২০১৬সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংসদের দুই কক্ষেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী আইন পাশ হয়েছে এবং ২৭ ডিসেম্বর তা রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক রাজ্যে তা চালু হলেও এই রাজ্যে চালু হয়নি। এদিন সমাবেশে কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, উচ্চশিক্ষায় বা চাকরিক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ মানা হচ্ছে না। একশো দিনের রেগার কাজ বা আবাস যোজনার সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন না। প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিচারের যে পদ্ধতি রয়েছে তারও তিনি বলেন, গোটা দেশেই এক ধর্মীয় বিভাজন নীতি চলছে। এই অশান্ত পরিস্থিতি রুখতে হবে। দেশের ১০-১২কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ সেই শপথই নিয়েছেন। সুজন চক্রবর্তী বলেন, আজ এখানে প্রতিবন্ধী মানুষ এসেছেন অনেক কষ্ট করে। এসেছেন গ্রাম গঞ্জের বহু গরিব মানুষ। এর আগেও এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সময় নেই তাঁদের জন্য। শুধু তোলাবাজ আর সমাজ বিরোধীদের জন্যই তাঁর সময় রয়েছে। সুতরাং রাস্তায় নেমেই আমাদের আন্দোলনে থাকতে হবে যাতে নবান্নের কানে যায় এই মানুষগুলির কথা। দাবি না মানা হলে আগামী বিধানসভার অধিবেশন বয়কট হবে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান বলেন, এই আইন শুধু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, সক্ষম মানুষও অনেক সময়ে হঠাৎ করে দুর্ঘটনা বা কোনও অসুখ বিসুখে প্রতিবন্ধী মানুষে পরিণত হতে পারেন। সেক্ষেত্রেও আইনটির কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি। শুধু প্রতিশ্রুতিই দিয়ে গিয়েছেন। তাই আরও বড় লড়াই লড়তে হবে এই সংগঠনকে। ইশিতা মুখার্জি বলেন, এটা আমাদের লজ্জা যে, এই আইন চালু করতে রাস্তায় নামতে হচ্ছে প্রতিবন্ধী মানুষকে। রাজ্য সরকারকে এই আইন চালু করতেই হবে। মুরলিধরণ বলেন, সর্বপ্রথম এই প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে সরকারকে। মুখে ফাঁকা বুলি আউড়ে গেলে হবে না। গোটা দেশজুড়ে আমাদের আন্দোলন চলবে। এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনারের দপ্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শৈলেন চৌধুরি, উত্তম গুহ, বদরুদ্দোজা খান, প্রবীর সাহা, শম্পা সেনগুপ্ত, রণ দাস সহ গৌর সেনাপতি, সুবীর ঘোষ প্রমুখ। এদিন সমাবেশ মঞ্চে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নৃত্যশিল্পী রতন মণ্ডলকে মানপত্র সম্মাননা ও সাহায্য তুলে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে।